উপদেস্টা
ডঃ মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান
ডঃ হুমায়ুন আহমেদ
ডঃ ভূঁইয়া ইকবাল
ডঃ আতিক রহমান

সম্পাদনা উপদেস্টা
মোঃ আবদুল কাদের

সম্পাদক
এস,এ,বি, এম, বদরুদ্দোজা

প্রধান নির্বাহী
ভূঁইয়া ইনাম লেনিন

শিল্প নির্দেশনা
আহসান হাবীব

সম্পাদনা সহযোগী
• শা.সা. • এম.আর সিদ্দিকী
• এস.মঞ্জুর • আসরার মাসুদ
• আর. চৌধুরী • মোস্তফা আনোয়ার
• এস.এস.হক • একে এম ইসলাম
• এস.এ. সহিদ • এম এইচ টিপুল
• এ.এম. মন্ডল • এরশাদুল হক রোমেল
• এম. আহমেদ • হামিদুল হক বাদল
• এ,মল্লিক রাজ • আবুল হাশেম
• এম.করিম • ডঃ এস. সহিদ
• এস.এ. করিম • মাহবুবুল হক
• মইনউদ্দীন স্বপন • টিপু খন্দকার

বিদেশ প্রতিনিধি
ডঃ মুহাম্মদ জাফর ইকবাল — আমেরিকা
ডঃ এস. মাহমুদ — বৃটেন
মকবুল রশিদ — জাপান
এস. বন্দোপাধ্যায় — ভারত
রেজোয়ান শূঁটনিক — ভারত

কমপিউটার কম্পোজ :
কমপিউটারলাইন
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫, ফোন : ৫০৩৮৮৫

মুদ্রণে :
ক্যাপিটাল প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস লিঃ
৫০-৫১, বেগম বাজার, ঢাকা।

প্রকাশক : নাজমা কাদের
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫, ফোন : ৫০৩৮৮৫,
টেলেক্স : 632477 DCL. BJ

দাম প্রতি সংখ্যা দশ টাকা
বার্ষিক সডাক একশত টাকা
ষান্মাসিক সডাক ষাট টাকা

সম্পাদকের দফতর থেকে

বিগত ২/৩ দশকের বিবর্তনে কমপিউটার আজ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যার বিস্ময়কর অবদান মানুষের জীবন ও সভ্যতার সকল ক্ষেত্রকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করছে। কমপিউটার এখন ব্যবস্থাপনায়, সরকারী প্রশাসনে, শিল্পে, শিক্ষায় গবেষণায়, চিকিৎসায়, যুদ্ধে, যোগাযোগ ব্যবস্থায় এমনকি বিনোদনে ব্যবহৃত হয়ে প্রযুক্তিতে পৃথিবীকে হাজার হাজার বছর এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সূচনা হয়েছে কমপিউটার বিপ্লবের। এ বিপ্লবে যোগ দেয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে কমপিউটার শিক্ষার ও কমপিউটারায়নের ব্যাপক প্রসার। **কমপিউটার জগৎ** প্রকাশনা এ বিপ্লবে বাংলাদেশকে সম্পৃক্ত করার প্রত্যয়ে আমাদের বলিষ্ঠ প্রয়াস।

উন্নত দেশগুলোর অবস্থা দেখে উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণের ফলে বেকার তৈরী হবার খোঁড়া তর্ক আজকাল কেউ করেন না। একটা উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাতে বিনিয়োগকৃত মূলধন সবচেয়ে কম সময়ে ফেরৎ পাওয়া যায়। তা দিয়ে পুনরায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। তার চেয়ে বড় কথা এর মাধ্যমে উন্নত মেধা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানব সম্পদ তৈরী হয়- সম্পদের কোনরূপ স্থানান্তর ছাড়াই, তার সার্ভিস বার বার উচ্চমূল্যে বিক্রি করা যায়।কাজেই আমাদের দেশের দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থায় এটা বেশী গুরুত্ব পাবার দাবী রাখে। আমরা মনে করি কমপিউটারায়নে অর্থনৈতিক সমস্যা বিশেষ কোন ফ্যাক্টরই নয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিই এ ব্যাপারে মুখ্য।

উল্লেখ্য, প্রায় আমাদের মত আর্থ-সামাজিক অবস্থায় ভারতে বর্তমান পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সে দেশের কমপিউটারায়নের লক্ষ্যে ৯ লক্ষ পারসোনাল কমপিউটার এবং ৮ লক্ষ মিনি কমপিউটার স্থাপনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। সেখানে এখন প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকার অনুমোদিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকেই ১০,০০০ ছাত্র-ছাত্রী এ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করছে। পুণা ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এস সি (পাস) কোর্সের ছাত্রদের জন্য পদার্থ বিদ্যা ও রসায়নের মত কমপিউটার বিজ্ঞানও রয়েছে। যে কোন সায়েন্স গ্রাজুয়েট কমপিউটার অ্যাপ্লিকেশন্স-এর উপর মাষ্টার ডিগ্রী নিতে পারে। এস. এস. সি পাশ করা ছাত্ররা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট (ITI) থেকে ডিপ্লোমা কোর্স করতে পারে। ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ভোকেশনাল ট্রেনিং থেকে এক বছরের কোর্স করার ব্যবস্থা আছে। আর আমাদের দেশে একমাত্র প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় গুটি কয়েক ছাত্রকে কমপিউটারের উচ্চতর শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। ছাত্রদের জন্য সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কলেজে এ বিষয়ে শিক্ষার কোন সুযোগই নেই। দেশে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠা ট্রেড লাইসেন্স সর্বস্ব কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টারগুলোর মত অত্যন্ত স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের তথাকথিত অঙ্গ প্রতিষ্ঠান "ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্টেফিক ইনস্ট্রুমেনটেশন"। সরকারী আমলাদের মতে যার অস্তিত্ব পয়সার অপচয়। আর একটি চালাচ্ছে অর্থাভাবে জর্জরিত কমপিউটার কাউন্সিল, একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবেধন নীলমণি কমপিউটার সেন্টারটিকেও ব্যবসায়িক কাজে ভাড়া খাটানোর চিন্তাভাবনা চলছে। যদিও এদের কোনটিতেই দীর্ঘ মেয়াদী কোন কোর্স নেই।

উচ্চ শিক্ষার খবরদারিতে নিয়োজিত সম্মানীয় বিজ্ঞগণ কোন্ সিলেবাসের ভিত্তিতে শিক্ষা দিবেন এ তর্ক বিতর্কেই বছরের পর বছর পার করে দিচ্ছেন। অথচ বিশ্ব বাজারের বর্তমানের ৫০,০০০ কোটি ডলারের সফটওয়্যার ব্যবসা যা কি না ২০০০ সালে ১০০,০০০ কোটি ডলারে পৌঁছবে তার একটা ভগ্নাংশের জন্যও কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। আমরা মনে করি ব্যক্তিস্বার্থের উর্দ্ধে উঠে এ ব্যাপারে একযোগে সবার এগিয়ে আসা উচিৎ। সমস্যাগুলো নিয়ে দেশে একটা জাগরণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আমাদের এই প্রথম সংখ্যায় থাকছে একটি সাক্ষাৎকার ভিত্তিক প্রতিবেদন। আশা করি দেশের সচেতন জনগোষ্ঠি এবং নীতি নির্দ্ধারকদের তা নাড়া দিবে।

আগামী সংখ্যা থেকে নিয়মিতভাবে 'আপনাদের চিঠি' ও 'প্রশ্ন-উত্তর' এ দুটো বিভাগ থাকবে। সবশেষে **কমপিউটার জগৎ** প্রকাশ করতে যারা নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুহাম্মদ ইব্রাহীম ও কমপিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আজিজুর রহমান তাদের সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ■